মোল্লা ইমাম এবং রহমতের সাথে আলাপ শেষ করে ফিরতে ফিরতে বিকাল হল মিজানদের। মালেকরা তখনও ফেরেনি। জিনিয়া বাসায় ফিরেই ভাইকে একটা ফোন দিল। কয়েক বার চেষ্টার পর ফোন ধরল মালেক। তারা CN টাওয়ারে ডিনার করছে। ঘন্টা খানের মধ্যেই ফিরে আসবে। আজকের মত বেড়ানো শেষ হয়েছে। পেছন থেকে বাজনার সুললিত শব্দ ভেসে আসছে। জিনিয়া বিদায় জানিয়ে ফোন রেখে দিল।

মিজান আশেপাশেই ছিল। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল। "একটু পরেই চলে আসবে," জিনিয়া বলল।

মিজান একটু দ্বিধা করে বলল, "দেখতে দেখতে মালেকের অনেক বয়েস হয়ে গেল, নারে? গার্লফ্রেন্ড, বিয়ে কিছুই হল না এখনও।"

"বাবা, তুমি ওসব নিয়ে ভেব না। ওর যখন সময় হবে নিজেই কাউকে খুঁজে নেবে। মনে আছে, মা ওকে বিয়ে দেবার কত চেষ্টা করেছে। কয়েকজন খুব সুন্দর, শিক্ষিত মেয়েকে ওর সাথে পরিচয় পর্যন্ত করিয়ে দিল। ওনর কাউকেই পছন্দ হয় নি।"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে মিজান। "তোর মা খুব ছেলের বউ দেখতে চাইত। আদরের ছেলে। তারপর আবার লাজুক। মনে হয় ভয় পেত না জানি কোন দজ্জালের হাতে গিয়ে পড়ে।"

হাসল জিনিয়া। "পড়লে জেনে শুনেই পড়বে। তুমি ওসব নিয়ে ভেব না।"

জিনিয়া নিজের ঘরে চলে যাচ্ছিল, মিজান পিছু ডাকল। "জিনি, তোর কি মনে হয়, সব ঠিক ঠাক মত হবে তো?"

শ্রাগ করল জিনিয়া। "জানি না, বাবা। মোল্লা লোকটাকে দেখে তো ভালই মনে হল। কিন্তু এই সব ভৌতিক ব্যাপার স্যাপার আমার বিশ্বাস হয় না। আমার যদি কোন কিছু পছন্দ না হয়, আমি কিন্তু ওকে থামিয়ে দেব। "

মিজান মাথা দোলালো। "ঠিকই বলেছিস। মোল্লার উপর চোখ রাখতে হবে।"

জিনিয়া নিজের ঘরে ফিরে এসে বিছানায় চিত হয়ে শুল। তার মাথার মধ্যে অনেক চিন্তা চলছে। আগামীকালটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এসপার ওসপার কিছু একটা হয়ে যেতে পারে।

মালেক এবং জুলেখা ফিরতে ফিরতে রাত এগারোটা বাজল। জিনিয়া লিভিংরুমে বসে টেলিভিশন দেখছিল। উঠে এসে দরজা খুলে দিল। মালেক লজ্জিত কণ্ঠে বলল, "দেরী হয়ে গেল একটু। জুলেখাকে রাতের টরন্টো শহরটা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। এখনও অবশ্য রাস্তা ঘাট তেমন জমজমাট হয়ে ওঠে নি। ওকে গ্রীষ্মের সময় আবার নিয়ে যেতে হবে।"

জুলেখার মুখ লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠেছে। সে মুখ নীচু করে বলল, "আমি ওকে মানা করেছিলাম। শুনলই না। উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন?"

জিনিয়া আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে। জুলেখা সম্বন্ধে সব জানার পর কোন প্রতিক্রিয়া না হওয়া কঠিন। এমন সহজ সরল দর্শন একটা মেয়ের মধ্যে যে একটা কাল নাগিনী লুকিয়ে থাকতে পারে, চিন্তাও করা যায় না। মাল্টিপল পার্সোনালিটি সম্বন্ধে তার কিছু জ্ঞান আছে। জ্বীন সংক্রান্ত ব্যাখ্যা সে ঠিক গ্রহণ করতে পারে নি। পর দিন রাতেই প্রমাণ হয়ে যাবে।

"বাবা মনে হয় শুয়ে পড়েছে। তাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। তোমরা গিয়ে চেঞ্জ কর। সারাদিন বাইরে বাইরে," হাসি মুখে তাড়া দিল জিনিয়া।

জুলেখা তাড়াতাড়ি উপরে চলে গেল। মালেক দরজা বন্ধ করে জিনিয়াকে লক্ষ্য করে বলল, "তুই কি করলি সারাদিন? শরীর ভালো হয়েছে?"
জিনিয়া হাসল। "খুব মজা করে এসে এখন আমার কথা ভাবা হচ্ছে!"
মালেক কাচুমাচু মুখে বলল, "সরি। তোকে রেখে যাওয়াটা উচিৎ হয় নি। কিন্তু কথা দিচ্ছি, এর ক্ষতিপূরণ আমি দেব।"
আদর করে ভাইয়ের পিঠে একটা চাপড় দিল জিনিয়া। "থাক, ক্ষতিপূরণ লাগবে না। তোর মত ভাই হয় না। যা, জামা কাপড় পালটা। চা-কফি খাবি?"
"খাওয়া যায়," মালেক উপরে উঠতে উঠতে বলল। "জুলেখার জন্যও এক কাপ বানা। নীচে বসে কিছুক্ষন গল্প করা যাবে। আজ যা জ্যোৎস্না দেখলাম। আজ নিশ্চয় পুর্ণিমা।"
"কাল," রান্নাঘরে যেতে যেতে বলল জিনিয়া। রহমত এবং মোল্লার সাথে আলাপের সময় এই প্রসঙ্গ উঠেছিল। সাধারণত পুর্ণীমা কখন যায় আসে তার খবরও রাখে না সে। রোমান্টিক নয় তা নয়, কিন্তু চাঁদ-টাদ দেখে একেবারে মন প্রাণ কাদা কাদা হয়ে যাবে, তেমনও নয়।
জিনিয়া ওদের তিনজনের জন্যই তিন কাপ কফি বানাল। কড়া করে। আগে মালেক নীচে নেমে এলো। তার একটু পরে এলো জুলেখা। কাপড় পালটে একটা লাল সুতীর শাড়ী পরেছে সে। তার লাবন্য যেন উপচে পড়ছে। মালেক মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। জিনিয়ার উপস্থিতি সে বোধহয় ভুলেই গেল কয়েক মুহুর্তের জন্য। জুলেখা গলা খাঁকারি দিয়ে জিনিয়ার পাশে বসতে বসতে বলল, "সরি জিনিয়া, সারাটা দিন তোমাকে রেখেই ঘুরলাম। খুব খারাপ লাগছিল। সত্যিই। ওকে কতবার বললাম, চল বাসায় ফিরে যাই। আরেক দিন আসবো। বলে, বাবা আছে। জিনিয়ার কোন অসুবিধা হবে না। তুমি রাগ কর নি তো?"
জিনিয়া কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলল, "রাগ করব না? আমি এদিকে মন খারাপ করে বসে আছি আর তোমরা দু জনে মিলে খুব ফুর্তি করে বেড়াচ্ছ। আমার তো হিংসা হবেই।"
জুলেখা করুন গলায় বলল, "আমার কোন দোষ নেই কিন্তু। সব তোমার ভাইয়ের দোষ।"
মালেকের দিকে তাকিয়ে আরেকটা ছদ্ম ভ্রুকুটি করল জিনিয়া। "সে তো আমি জানি। সুন্দরী সঙ্গী পেয়ে নিজের বোনকেও আর পাত্তা দিচ্ছে না। বিয়ে করলে তো আর চিনবেই না। সারাক্ষন শুধু বৌ বৌ করবে।"
মালেক লাজুক হেসে বলল, "ধ্যাত, কি যা তা বলিস! তুই হচ্ছিস আমার ছোট বোন। তোর সাথে বৌয়ের তুলনা চলে নাকি?"
জিনিয়া লক্ষ্য করল জুলেখা হঠাৎ যেন ম্লান হয়ে গেল। মুহুর্ত আগেও তার সর্বাঙ্গে যে দ্যুতি ছিল হঠাৎ করেই সেটা যেন নিভে গেছে। এই প্রসঙ্গ তোলাটা ঠিক হয় নি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করবার জন্য হাসিমুখে বলল, "জুলেখা, তুমি তো কফি খাচ্ছ না। ভালো হয় নি বোধহয়?"
হাসল জুলেখা। "মোটেই না। কফি খুব মজা হয়েছে।"
জিনিয়া নানান বিষয় নিয়ে গল্প করল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সারা দিন তারা কোথায় গেল, কি করল, কি খেল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা শুনল। রাত প্রায় দুইটা বেজে গেছে, তখনও সে ওঠার কোন নাম করছে না। মালেক এবং জুলেখা দু' জনাকেই মনে হল অস্থির। ঘন ঘন জানালার কাঁচ ভেদ করে প্লাবনের মত ভেতরে আসা জোৎস্নার দিকে তাকাচ্ছে, যেন ওদেরকে হাত ছানি দিয়ে ডাকছে কোন এক যাদুর বাঁশী। কিন্তু জিনিয়া মনস্থির করেই রেখেছে আজ রাতে সে

তাদের নিশীথ মিলনমেলা হতে দেবে না। এই ঘনিষ্ঠতার কোন ভবিষ্যৎ নেই। ভাইয়ের জন্য তার খুব মন খারাপ হচ্ছে। এতো কাল পর একটা মেয়েকে তার মনে ধরল, কিন্তু জেনে শুনে কেউ সেটাকে সমর্থন করতে পারবে না।

রাত তিনটার দিকেও যখন জিনিয়া শুতে গেল না তখন মালেক বোধহয় আশা ছেড়ে দিল। তার ঘুমও এসেছে। জিনিয়া আরেক কাপ কড়া কফি খাবার প্রস্তাব দিল কিন্তু দু জনের কেউই খুব একটা আগ্রহ দেখাল না। কিছুক্ষন পর সবাই ঘুমাতে চলে গেল। আজ ইচ্ছা করেই নিজের ঘরের দরজাটা সামান্য খুলে রাখল জিনিয়া। দুই প্রেম পাগল হৃদয়কে ধামা চাঁপা দেবার জন্য এটুকুই যথেষ্ট হওয়া উচিৎ। কিন্তু একই সাথে তার একটু ভয় ভয়ও করছে। জুলেখার অন্য সত্ত্বা – চাঁদনী- যদি হঠাৎ বেরিয়ে আসে? সে তার কোন ক্ষতি করবার চেষ্টা তো করবে না? খাটের নীচে একটা লোহার রড লুকিয়ে রেখেছে সে। বিপদে কাজে আসতে পারে। বিছানায় শুয়েও ঘুমাল না। ইচ্ছে করে এপাশ ওপাশ করতে লাগল, যত খানি সম্ভব শব্দ করা যায় করল, ওরা যেন ধরে নেয় তার ঘুম আসছে না। ভোরের দিকে তার চোখ জোড়া লেগে এল। শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল সে। যাক, রাতটা অন্তত ভালোয় ভালোয় কেটে গেছে।

পরদিন সকাল সকাল উঠল মালেক। সোমবার। তাকে অফিস যেতে হবে। এখান থেকে যেতে বেশ সময় লাগবে। তাড়াতাড়ি রওনা দেয়া দরকার। জিনিয়া ভেবে রেখেছিল সকালে উঠে সে-ই তার ভাইকে নাস্তা বানিয়ে দেবে। গাধাটা আবার কিছুই পারে না। কিন্তু আগের দিন রাতে সে এতো দেরী করে বিছানায় গেছে যে উঠতেই পারল না। আধা ঘুম আধা জাগরণের মাঝে টুক টাক শব্দ শুনল। মিজান নামাজ পড়তে ওঠে। নিঃশব্দে সে কোন কিছুই কখন করতে পারে নি। তারও বোধহয় মনে ছিল যে আজ মালেক অফিস যাবে। মালেক নিজেও দেরী করে ঘুমিয়েছে, উঠতে তার বেশ কষ্ট হল কিন্তু কাজে ফাঁকি দেবার কোন উপায় নেই। খুব গুরুত্বপূর্ন কয়েকটা মিটিং আছে। দ্রুত অফিসের পোষাক পরে নীচে নেমে এলো মালেক। ভেবেছিল ফ্রিজ খুলে যা পাবে তাই খেয়ে দৌড় দেবে। কিন্তু রান্নাঘরে গিয়ে দেখল এলাহী কান্ড। মিজান এবং জুলেখা দু'জনাই উঠে গেছে এবং তারা খুব ঘটা করে নাস্তা বানাচ্ছে। আলু ভাজী এবং পরাটা হচ্ছে। বাজারের ফ্রোজেন পরাটা, কিন্তু স্বাদ ভালো। মালেকের খুব পছন্দ।

মিজান বলল, "বয়। গরম গরম খেয়ে যা। তোর পছন্দের খাবার।"

মালেক ব্রেকফাস্ট কাউন্টারে বসে পড়ে। জুলেখা পরাটা ভাঁজছে। আড় চোখে একবার চকিতে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। ভালো ঘুম হয় নি বোঝাই যায়। এলোমেলো শাড়ীটা কোন রকমে শরীরে লটকানো। চোখ মুখ ফোলা ফোলা, ঘুমের রেশ। এতো মায়াময় লাগছে তাকে! মালেকের ইচ্ছা হয় তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাকে আলতো করে জড়িয়ে ধরে গভীর একটা শ্বাস নেয়, তার শরীরের মৃদু গন্ধটা সারাদিন মালেকের সঙ্গী হয়ে থাকুক। মিজান নিজেও তার পাশে খেতে বসেছে। জুলেখার দিকে দ্বিতীয়বার তাকাতেও ভয় হচ্ছে ওর। এমন ঘনিষ্টভাবে দু জন ঘোরাফেরা করছে, বাবা কিছু সন্দেহ করে বসে নি তো? মিজান মালেকের সামনে এক গ্লাশ অরেঞ্জ জুস দিয়ে বলল, "ঠিক ঠাক মত খাস তো, নাকি শুধু বাইরে বাইরে

খেয়েই চলছে? তোর মা থাকতে তো রান্না করে দিয়ে দিয়ে তোর মাথাটা খেয়েছিল। কিচ্ছু শিখিস নি।"

মালেক হু-হা করল। রান্না বান্নার ব্যাপারটা তার আসলেই পছন্দ হয় না এবং তার তেমন দক্ষতাও নেই। বাবা কথাটা নিতান্ত ভুল বলে নি। মা বেঁচে থাকতে রাজ্যের জিনিষ রেঁধে তার ফ্রিজ ভরিয়ে রেখে আসত। মায়ের কথা মনে পড়ে চোখ ভিজে উঠল। তার সব সময় মনেও থাকে না যে মা নেই, আর কখন ফিরে আসবে না। খাওয়ার ইচ্ছা চলে গেল। তবুও কোন রকমে কিছু খেয়ে উঠে পড়ল।

মিজান বলল, "তোর জুসটা তো খেলি না!"

মালেক দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, "এখন আর খেতে ইচ্ছে করছে না , বাবা। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। এখান থেক যেতে অনেক সময় লাগবে। ভীষণ ট্রাফিক।"

জুলেখা রান্নাঘর থেকে ছুটে এলো। "দাঁড়াও!"

দাঁড়াতেই হল। একটা লাঞ্চ বক্স মালেকের হাতে ধরিয়ে দিল। "সব সময় বাইরে খাওয়া ভালো না। ফ্রাইড রাইস, তোমার ফেভারিট।"

মুচকি হাসল মালেক। আগের দিন কথাচ্ছলে বলে ছিল। না নিলে রক্ষা পাওয়া যাবে মনে হল না। দরজা খুলে বাইরে গাড়ীতে উঠল। স্টার্ট দিল। জুলেখা দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। মিষ্টি হেসে হাত নাড়ল। পালটা হাত নাড়ল মালেক। একটা চাঁপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। এই মেয়েটা যদি তাকে এভাবে প্রতিদিন অফিসে যাবার আগে মিষ্টি হেসে বিদায় দিত!